গ্রন্থাগার ও সামাজিক মাধ্যম: কান্দি রাজ কলেজ গ্রন্থগারের একটি সমীক্ষা

ড. সুপর্ণা নস্কর

গ্রন্থাগারিক, কান্দি রাজ কলেজ, কান্দি - ৭৪২১৩৭, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

সার (Abstract) :

একটি ভালো বই আপনাকে কথা বলার ধরণ শেখাতে সক্ষম! আপনার ভেতর ভালো গুণাগুণ অর্জন করাতে সক্ষম! আপনার কথাকে অন্যের নিকট শ্রুতিমধুর করে তুলতে সক্ষম!কেবল যে বই-ই আপনাকে যে এতকিছু দেবে তা-ই নয়, একজন বই পড়ুয়ার সাথে ওঠাবসা করলে সহজেই ভাষার মাধুর্যতা শেখা যায়। কিন্তু যে বই দুষ্প্রাপ্য ও সহজলভ্য নয়, সেক্ষেত্রে পাঠকদের কাছে ইন্টারনেট ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। ই-বই এর একটা বৈশিষ্ট্য না বললেই নয়, সেটা হল যে কোন শব্দ লিখে সার্চ করলেই পুরো বইয়ের কোথায় সেই শব্দটি আছে তা এটি সহজেই খুঁজে দেয়। যেটা আমরা ছাপানো বইয়ে করতে পারি না। আবার কাগজে ছাপা বই পড়তে চোখের মাসলের কষ্ট কম হয়। বেশী সময় ধরে পড়া যায়। একটি বই হাতে নিয়ে পড়ার মধ্যে আলাদা একটা আনন্দ আছে। তাই গ্রন্থাগার যদি দুই পরিষেবাই দিতে পারে তাহলেই গ্রন্থাগারের সঠিক ব্যবহার সম্ভব। কান্দি রাজ কলেজের গ্রন্থাগার পরিষেবায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব কি তা জানার জন্যেই বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছ। গ্রন্থাগার ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের উদ্দেশ্যগুলি এখানে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। অনলাইন ও অফলাইন দুই প্রশ্ন পদ্ধতি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। MS Word ও Excel ব্যবহার করা হয়েছে তথ্য বিশ্লেষণের জন্যে। কান্দি রাজ কলেজের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি এবং ইনফরমেশন সেন্টার কোহা লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা তার গ্রন্থপঞ্জি ডেটাবেসগুলির ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্য ওয়েব OPAC সুবিধা প্রদান করে থাকে এখানে তা বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

মুখ্যশব্দসমূহ (Keywords) :

গ্রন্থাগার, ইন্টারনেট, ফেইসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, স্মার্ট ফোন, সামাজিক মাধ্যম

১. ভূমিকা (Introduction) : গ্রন্থাগার হলো একটি জীবন্ত তথ্যভাণ্ডার, যেখানে সময়ের পাত্রে রাখা হয়েছে সাহিত্য, ইতিহাস, শিক্ষা, শিল্প, ভাষা এবং বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ তথ্যাবলী। গ্রন্থাগারগুলি সকল প্রজন্মের চিন্তা, ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠক যেমন বদলেছে তেমনি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থগুলোর রূপ বদল করে হয়েছে ডিজিটাল লাইব্রেরি ও ই-বুক। বর্তমান সময়ে পৃথিবীকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে যে প্রযুক্তি তার নাম ইন্টারনেট, আর তার সার্থক দোসর সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। অতীতে চিঠি ছিল সামাজিক যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। এরপর একে একে যুগের হাত ধরে নিত্য নতুন প্রযুক্তিকে আমরা নিজেদের তাগিদে আপন করে নিয়েছি। বর্তমানে ফেইসবুক, টুইটার, মাইস্পেস, গুগল প্লাস, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আমাদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। গ্রন্থাগারগুলির বেঁচে থাকার লড়াইয়ে এদের অবদান সর্বজনবিদিত। বর্তমানে শুধু ছাপার

অক্ষরের বই পাঠকদের আকর্ষণ করে না, ই-বুকও সমানভাবে সমাদৃত। ইন্টারনেটের হাত ধরে গ্রন্থাগার পৌঁছে যায় পাঠকের কাছে। তাই বলা যায় ইন্টারনেট ও গ্রন্থাগার একই মুদ্রার দুই পিঠ। কান্দি রাজ কলেজের গ্রন্থাগার পরিষেবায় সামাজিক যোগাযোগ মাধমের প্রভাব কি তা জানার জন্যেই বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

২। সামাজিক মাধ্যম: বইয়ের ভাষায় — যেসব ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে মানুষ একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ও ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট শেয়ার করে, তাকে যোগাযোগ মাধ্যম বলা হয় (Solomon, 2012)। ইন্টারনেট একটি ভার্চুয়াল মাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যম একটি বিশাল নেটওয়ার্ক এবং এই নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ করতে হলে আপনাকে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হবে যা আপনাকে সারা বিশ্বের মানুষের সাথে সংযুক্ত করে। এটি হল ইন্টারনেটের মাধ্যমে চলমান এমন একটি পরিষেবা, যার মাধ্যমে আপনি সমগ্র বিশ্বের সাথে সংযোগ করতে পারেন এবং তাও যে কোনও সময় এবং যে কোনও জায়গা থেকে, কেবল এটির জন্য আপনাকে সামাজিক মাধ্যম এর সাথে যুক্ত থাকতে হবে। ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট আর সামাজিক মাধ্যমের হাত ধরে জীবন এখন ডিজিটাল। দ্রুত এবং আরো বেশি ডিজিটাল হয়ে উঠছি আমরা প্রত্যেকে (Schmidt & Cohen, 2013)। ডিজিটাল জগৎটাও প্রতি মুহূর্তে বাড়িয়ে চলেছে তার পরিসর। এই সামাজিক মাধ্যম হল ক্রমবর্ধমান এক তথ্য মহাসমুদ্র। কিন্তু এই মহাসমুদ্রের বিপুল তথ্যরাশির মধ্যে খাঁটি ঠিক কতটা? এই প্রশ্ন বর্তমানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। এর আকার আয়তন যত বাড়ছে, ভেজাল এবং বিপদজনক উপাদানও সমানতালে বেড়ে চলেছে। তাই ছাঁকনির বুনোনটাকে আরো ঠেসে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। নানা ওয়েবসাইট-এ বা যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়ো খবর, গুজব, হিংসাত্মক বাতাবরণের যেমন জন্ম দিচ্ছে তেমনি সামাজিক মাধমের হাত ধরে অনেক কল্যাণ সাধিত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই (Das, 2022)।

২.১ সামাজিক মাধ্যমের প্রকারগুলি (Types of Social Media) : ইন্টারনেটে, হাজার হাজার ধরণের সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম দেখতে পাওয়া যায় এবং সেগুলি বিভিন্ন উপায়ে কাজ করে, তাই তাদের আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করা চ্যালেঞ্জিৎ। তাই Safko & Brake (2012) এর মতানুসারে, এটি প্রধানত ১৩ টি বিভাগে বিভক্ত যা নিম্নরূপ :

এই বিভাগগুলিকে তাদের কাজের বিভিন্ন উপায় এবং মানুষকে সংযুক্ত করার বিভিন্ন পদ্ধতির ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে, তাই আসুন তাদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানি।

ব্লগ (Blog): ব্লগ হল এমন একটি ওয়েবসাইট যেখানে নিয়মিত বিভিন্ন আর্টিকেল বা নিবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে বা যে কোনও একটি বিষয়ে এমনভাবে নিবন্ধ লেখা হয় যাতে আপনি সহজেই পড়তে পারেন এবং সমস্যার সমাধান বা জ্ঞান অর্জন করতে পারেন।

ব্লগ মানুষকে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার কাজ করে এবং মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। যারা প্রতিনিয়ত ব্লগে আর্টিকেল পড়েন তাঁরা মন্তব্যের মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশ করে থাকেন।

ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক (Business Network): এটি এমন একটি ওয়েবসাইট যেটির সাথে ব্যবসায়ী

এবং গ্রাহকরা অনলাইনে সংযুক্ত থাকেন, যাতে তাঁরা তাঁদের ব্যবসার প্রচার করতে পারেন এবং গ্রাহকদের সাথে সংযুক্ত হয়ে মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

এটি আধুনিক যুগে ব্যবসা করার একটি নতুন উপায়। অনলাইন শপিংয়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে, বর্তমান সময়ে ব্যবসাকে অনলাইনে যুক্ত করে ব্যবসার মান এবং গ্রাহক বাড়ানো যায়।

সহযোগী প্রজেক্ট (Collaborative Project): এই ধরণের সামাজিক মাধ্যমে আপনি একটি প্রজেক্ট তৈরি করে অনেক লোকের সাথে কাজ করতে পারেন বা আপনি আপনার দলকে আপনার সাথে কাজ করতে এবং একসাথে কাজ করতে পারেন। এই ওয়েবসাইটগুলির সাহায্যে, আপনি আপনার প্রজেক্টের সাথে এক দেশের মানুষকে অন্য দেশের মানুষকেও সংযুক্ত করতে পারেন এবং সবাই মিলে একত্রে কাজ করতে পারে।

এন্টারপ্রাইজ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক (Enterprise Social Network): একটি এন্টারপ্রাইজ সামাজিক নেটওয়ার্ক হল একটি কোম্পানির নিজস্ব ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক যা তার কর্মীদের সাথে দ্রুত এবং সহজে যোগাযোগ এবং নেটওয়ার্কিং উন্নত করতে ব্যবহৃত হয়।

এন্টারপ্রাইজ সামাজিক নেটওয়ার্ক প্রধানত সফওয়্যার দ্বারা ব্যবহৃত হয়। যেহেতু এটি একটি কোম্পানির ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক, তাই এটি অত্যন্ত নিরাপদ বলে মনে করা হয়।

ফোরাম (Forums): ইন্টারনেটে, আপনি বিভিন্ন ধরণের ফোরাম দেখতে পাবেন, যেগুলি সামাজিক মাধ্যমের একটি অংশ, যেখানে লোকেরা যে কোনও একটি বিষয়ে বা বিভিন্ন বিষয়ে পোস্ট করে এবং সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করে। যেমন, Quora একটি অনুরূপ ওয়েবসাইট, যা একটি খুব জনপ্রিয় ওয়েবসাইট, যেটি আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশে প্রচুর ব্যবহৃত হয়, এখানে আপনি আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং অন্যদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন।

মাইক্রোব্লগ (Microblogs): এটি ব্লগিংয়েরই একটি অংশ, এটি দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত, একটির অর্থ 'মাইক্রো' এবং অন্যটি 'ব্লগ' যা এর নাম অনুসারে ছোট নিবন্ধ এবং পোস্ট লিখতে ব্যবহৃত হয়।

এটির জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হল এটি কম সংখ্যক শব্দে যতটা সম্ভব তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করে, যেমন টুইটারে একটি টুইটে শব্দের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ফটো শেয়ারিং (Photo Sharing): সামাজিক মাধ্যমে এমন কিছু ওয়েবসাইটও রয়েছে যেখানে আপনি ছবি বা ছবি শেয়ার করতে পারেন, এই ধরনের ওয়েবসাইটগুলি সর্বজনীন এবং ব্যক্তিগত উভয়ই হতে পারে।

Instagram হল একটি জনপ্রিয় ফটো শেয়ারিং ওয়েবসাইট এবং আপনি সম্ভবত এটি ব্যবহার করেন, যেখানে আপনি সারা বিশ্বের সাথে আপনার ফটোগুলি শেয়ার করতে পারেন এবং আপনি এখানে নিজেকে জনপ্রিয় করতে পারেন।

পণ্য এবং পরিষেবা পর্যালোচনা (Product and Service Review): বর্তমানে, অনলাইনে পণ্য বেচাকেনার পাশাপাশি, সেই পণ্যগুলি পর্যালোচনা করার ওয়েবসাইটগুলিও রয়েছে, যেখানে লোকেরা

কোনও পণ্য কেনার আগে, পণ্যটি কতটা পছন্দ করেছে অর্থাৎ এটিকে একটি রেটিং দেওয়া হয়।

এটি এমন এক ধরনের একটি ওয়েবসাইট, যেখানে পণ্যটি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা হয় সেইসাথে পণ্যটি কেমন, কতজন এটি পছন্দ করেছে এবং কতটি রেটিং দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের তথ্য দেওয়া হয় যাতে লোকেরা একটি অনুরূপ পণ্য খুঁজে পেতে পারে।

সামাজিক বুকমার্কিং (Social Bookmarking) : সোশ্যাল বুকমার্কিং মানে যখন আপনি একটি ওয়েবসাইট পছন্দ করেন বা একটি নিবন্ধ পছন্দ করেন, তখন সেটিকে আপনার ব্রাউজারে সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়াটিকে সামাজিক বুকমার্কিং বলা হয়।

সোশ্যাল বুকমার্কিংয়ের মাধ্যমে, আপনি যেকোনো URL সংরক্ষণ এবং শেয়ার করতে পারেন, এটি করার মাধ্যমে আপনি সহজেই আপনার প্রিয় ওয়েবসাইটগুলি অ্যাক্সেস করতে পারেন এবং এছাড়াও আপনি এখানে আপনার নিবন্ধ এবং পোস্টগুলি ভাগ করতে পারেন।

সামাজিক গেমিং (Social Gaming): অনলাইনে খেলা গেমগুলিকে সোশ্যাল মিডিয়াও বলা হয়, যেখানে আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে এবং অন্য লোকেদের সাথে গেম খেলতে পারেন।

MPL অ্যাপ এবং PUBও গেম উভয়ই সামাজিক গেমের মধ্যে আসে, এখানেও আপনি অন্যদের সাথে গেমটি খেলতে অনুরোধ করতে এবং গ্রহণ করতে পারেন এবং একে অপরের সম্মতিতে একটি দল গঠন করে গেমটি খেলতে পারেন।

সামাজিক নেটওয়ার্ক (Social Network): সামাজিক নেটওয়ার্ককে ওয়েবসাইট বলা হয় যেখানে লোকেরা তাদের পছন্দ এবং ক্রিয়াকলাপগুলি একে অন্যদের সাথে ভাগ করে। যেমন Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok একই রকম সামাজিক ওয়েবসাইট। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ওয়েবসাইট ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়, এখানে লোকেরা একে অপরের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে এবং চ্যাটিং করতে পারে এবং আপনি আপনার পছন্দের লোকদের স্টক করতে পারেন এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে পারেন।

ভিডিও শেয়ারিং (Video Sharing): ইউটিউব একটি ভিডিও শেয়ারিং সামাজিক মাধ্যম ওয়েবসাইট যেখানে আপনি প্রতিটি বিভাগের ভিডিও দেখতে উপভোগ করতে পারেন এবং ইউটিউব ছাড়াও অন্যান্য ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম রয়েছে।

তবে ইউটিউব হল সবচেয়ে বিখ্যাত ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম কারণ যে কেউ ইউটিউবে একটি ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করার পাশাপাশি ইউটিউব ভিডিও তৈরি করে অর্থ উপার্জন করতে পারেনা।

ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডস (Virtual Worlds): ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ডকে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড বলা হয় যা মানুষের দ্বারা প্রোগ্রাম করা এবং ডিজাইন করা হয়, এই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের সাহায্যে আপনি মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। এই ভার্চুয়াল জগত তৈরির উদ্দেশ্য হল বিনোদন, সামাজিক এবং অন্যান্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। Virtual world এর প্রকৃত একটি উদাহরণ হিসেবে আমরা মেটাভার্স এর কথা বলতে পারি।

এইভাবে, সোশ্যাল মিডিয়াকে বিভিন্ন ধরণের বিভাগে ভাগ করা হয়েছে কারণ ইন্টারনেট বিভিন্ন উৎস এবং বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহৃত হয়।

২.২ গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম: বর্তমানে বহু সামাজিক মাধ্যমে আমরা দেখে থাকি, তাদের প্রত্যেকটির একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কাজ আছে। কিন্তু গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয় এমন ৭ টি ওয়েবসাইট নিয়ে সার্ভে করা হয়, সেগুলি হলো— ফেইসবুক, লিঙ্কডইন, টুইটার, পিন্টারেস্ট, স্ন্যাপচ্যাট, গুগল প্লাস ও ইনস্টাগ্রাম। এবং ফলাফলে দেখা যায় যে প্রধানত ৩ টি ওয়েবসাইট (ফেইসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও টুইটার) গ্রন্থাগারে বহুল ব্যবহৃত হয়। এগুলি বিশদে নিম্নে আলোচিত হলো:

ফেইসবুক একটি জনপ্রিয় মাধ্যমে যার মাধ্যমে গ্রন্থাগার তার সংগ্রহ, কাজ, ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং ব্যবহারকারির সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করতে পারে। প্রতিটি গ্রন্থাগারের উচিত ফেইসবুক পেজ তৈরী করে বর্তমান ব্যবহারকারীকে সজাগ ও তথ্যসমৃদ্ধ করা।

ইনস্টাগ্রাম হলো Photo based communication service। যার মাধ্যমে খুব সহজে User community-র সাথে ফটো, ভিডিও শেয়ার করা যায়। প্রতিদিনের হিসেব অনুযায়ী ৪০০ মিলিয়ন প্রত্যক্ষ পাঠক (active user) আছে। ১৫০ মিলিয়ন পাঠক তাদের গল্প (story) প্রতিদিন ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করে থাকে।

টুইটার ব্যবহারকারির কাছে সহজে বিজ্ঞাপন পৌঁছে দিতে পারে। ২০০৬ এর জুলাই মাসে জ্যাক ডরসি আনুষ্ঠানিক ভাবে এর উদ্বোধন করেন। বর্তমানে এটি সারা বিশ্বজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

Linkedin হলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ পেশাদারদের কমিউনিটি। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, কর্পোরেট জগতে ৭৯% নিয়োগকর্তা চাকরিপ্রার্থীর যোগ্যতা যাচাইয়ে লিঙ্কেডিন-এর সহায়তা নেন। কারণ একজন কর্মীর সবগুলো পেশাগত দক্ষতা সম্পর্কে জানতে এটির কোনো তুলনা নেই। 'Company Buzz' নাম লিঙ্কেডিন এর একটি আছে, সেটি ব্যবহার করে ব্যবহারকারী জানতে পারবেন টুইটার, লিঙ্কেডিন ইত্যাদি যোগাযোগ মাধ্যম প্লাটফর্মে তার সম্পর্কে মানুষের মতামত, ধারণা ইত্যাদি। (Brophy, 2006).

গ্রন্থাগারে এই সকল সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন উদ্দেশে :

- News এবং announcement এর জন্যে।
- ব্যবহারকারীকে অনেক সময় Link সরবরাহ করা হয় নতুন গবেষণা সম্পর্কে জানাতে।
- ব্যবহারকারীকে গ্রন্থাগারের নতুন বই এবং সার্ভিস সম্পর্কে সজাগ করতে।
- Book review এবং article alert গবেষকদের জানানো।
- গ্রন্থাগারের সকল update news জানাতে এবং
- ব্যবহারকারীদের অনেক প্রশ্নের ও সমস্যার সমাধানও যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে করা যায়।

সাধারণত; অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহৃত হয় Marketing এবং Promotion এর উদ্দেশ্যে, কিন্তু গ্রন্থাগারে এটি মূলত: ব্যবহার করা হয় communication এর উদ্দেশ্যে। (Palfrey, 2015)

৩। কান্দি রাজ কলেজ গ্রন্থাগার: কান্দি রাজ কলেজের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি এবং ইনফরমেশন সেন্টার কোহা লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা তার গ্রন্থপঞ্জী ডেটাবেসগুলির ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্য ওয়েব OPAC সুবিধা প্রদান করে। অনুসন্ধান করার সময় নির্দিষ্ট শিরোনামের সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থপঞ্জী দেখতে পাওয়া যায় যার মধ্যে প্রতিটি অনুলিপির অবস্থা নির্দেশ করে যে এটি উপলব্ধ কিনা বা ঋণের জন্য নয় বা চেক আউট করা হয়েছে ইত্যাদি। ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অনলাইন অনুসন্ধান করতে পারে, তারমধ্যে উল্লেখ্য: বই রেফারেন্স বই, ম্যাগাজিন, জার্নাল, সিডি/ডিভিডি, মানচিত্র, Question Bank, সংবাদপত্র এবং ব্রেইল বই। এটি বিভিন্ন ওয়েব পোর্টাল থেকে বেশ কিছু ই-রিসোর্স অ্যাক্সেস ও অফার করে। এছাড়াও WBCOLOR (WEST BENGAL COLLEGE LIBRARIES ONLINE RESOURCES) নামক একটি ই রিসোর্সের একটি সহযোগী কেন্দ্রীভূত ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে যা ই-বুক, ই-বিষয়বস্তু, অডিও/ভিডিও লেকচার এবং সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে কভার করে এবং এই ডাটাবেস পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন স্নাতক কলেজ দ্বারা অনুসরণ করা সিবিসিএস পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয় অনুসারে তার তথ্য ভাণ্ডার গঠন করেছে।

বর্তমানে কান্দি রাজ কলেজের ১৮৬২ জন শিক্ষার্থী এটি ব্যবহার করে এবং অতি সহজেই কোনো তথ্য গ্রন্থগারে না পেলে WBCOLOR (WEST BENGAL COLLEGE LIBRARIES ONLINE RESOURCES) এর মাধ্যমে অন্য কোনো কলেজ গ্রন্থাগার থেকে অতি সহজেই শুধু রিকুইজিশন করেই অন্য কলেজের দ্বারা সেই তথ্য তাকে প্রদান করা হয়। ঘরে বসেই সে এই সুবিধা প্রাপ্ত হয়।

কান্দি রাজ কলেজ গ্রন্থাগার সংগ্রহ	
বই	১৯২৩৩
জার্নাল	২৯
ম্যাগাজিন	২৯
কলেজ ম্যাগাজিন	১১
সংবাদপত্র	২
সিডি/ডিভিডি	২৯
মানচিত্র	৮
ব্রেইল বই	৯১
মোট সংখ্যা (Total)	**১৯৪৩২**

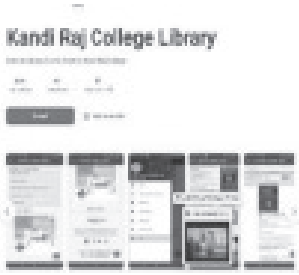

কান্দি রাজ কলেজ অ্যাপ

WBCoLOR (WEST BENGAL COLLEGE LIBRARIES' ONLINE RESOURCES)

৩.১ কান্দি রাজ কলেজ অ্যাপ-এর ব্যবহার :

- কিওয়ার্ড, শিরোনাম, লেখক, বিষয়, আইএসবিএন, সিরিজ এবং কল নম্বর ইত্যাদি দ্বারা স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করা সম্ভব।
- যেকোন বইয়ের স্থিতি চেক আউট হিসাবে পরিচিত হতে পারে, ঋণের জন্য উপলব্ধ আইটেম, ঋণের জন্য নয়, ঋণের জন্য কত কপি পাওয়া যায়, রিজার্ভ/হোল্ড আইটেম, বর্তমান অবস্থান, ব্রাউজ শেল্ফ ইত্যাদি।
- ব্যবহারকারীরা সহজেই লাইব্রেরি থেকে ধার করা আইটেমগুলিকে তার নাম, নির্ধারিত তারিখ, জরিমানা, web-OPAC অ্যাকাউন্ট লগইনের মাধ্যমে প্রয়োজন হলে পুনর্নবীকরণ করতে পারেন।
- ব্যবহারকারীরা অনলাইনের মাধ্যমে তাদের লাইব্রেরি ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট নিজেরা ডাউনলোড করতে পারেন।
- ব্যবহারকারীরা একটি একক প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ওয়েব পোর্টাল থেকে বিস্তারিত ই- লার্নিং সংস্থানগুলি অ্যাক্সেস করতে পারে।

৪। **সমীক্ষার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study) :** গ্রন্থাগার এবং সামাজিক মাধ্যম একসাথে আমাদের সমাজের শিক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ, আদান-প্রদান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সামগ্রিক উন্নতির

দিকে মার্গ প্রদান করে। গ্রন্থাগার লোকদের জন্য একটি মাধ্যম যেখানে বিশাল জ্ঞান সংগ্রহ করা হয় এবং প্রয়োজনে গবেষণা করা হয়। সামাজিক মাধ্যম আমাদের নতুন জ্ঞান এবং প্রযুক্তির সৃজনশীলতা দেয় এবং শিক্ষাতে প্রয়োজনীয় মার্গদর্শন দেয়। গ্রন্থাগার ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে আলোচিত হলো:

- গ্রন্থাগার পাঠকদের ব্যবহৃত সামাজিক মাধ্যম। পঠন পাঠনের জন্য উপযুক্ত বই-এর পাশাপাশি অন্যান্য কোন কোন সামাজিক মাধ্যম বেশি উপযোগী তা সনাক্তকরণ।
- গ্রন্থাগারের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের কারণ সনাক্তকরণ
- গ্রন্থগারে পাঠকদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের সমস্যা ও তার কারণ অনুধাবন।

৫। পদ্ধতি (Methodology): কান্দি রাজকলেজের প্রথম শিক্ষাবর্ষের (২০২৩-২০২৪) ভর্তি সংখ্যা ১৬৬৩ জন। এর মধ্যে ২০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে প্রশ্নপত্র (questionnaire) দেওয়া হয় এবং ১৯০ জন উত্তরদাতাদের থেকে একটি রিপোর্ট তৈরী করা হয়। Closed Questionnaire ব্যবহার করা হয়েছে। অনলাইন ও অফলাইন দুই প্রশ্ন পদ্ধতি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। MS Word ও Excel ব্যবহার করা হয়েছে তথ্য বিশ্লেষণের জন্যে।

৬। তথ্য বিশ্লেষণ এবং পর্যবেক্ষণ (Data analysis and observation):

৬.১ গ্রন্থাগার পাঠকদের ব্যবহৃত সামাজিক মাধ্যম

টেবিল ১: গ্রন্থাগার পাঠকদের ব্যবহৃত সামাজিক মাধ্যম

ফেইসবুক	৫৯ (৩১.০৫%)
টুইটার	৫ (২.৬৪%)
ইনস্টাগ্রাম	৭ (৩.৬৮%)
হোয়াটসঅ্যাপ উইকিস	১১২ (৫৮.৯৫%)
ব্লগিং	০ (০%)
ইউটিউব	৭ (৩.৬৮%)
Total (মোট):	১৯০ (১০০%)

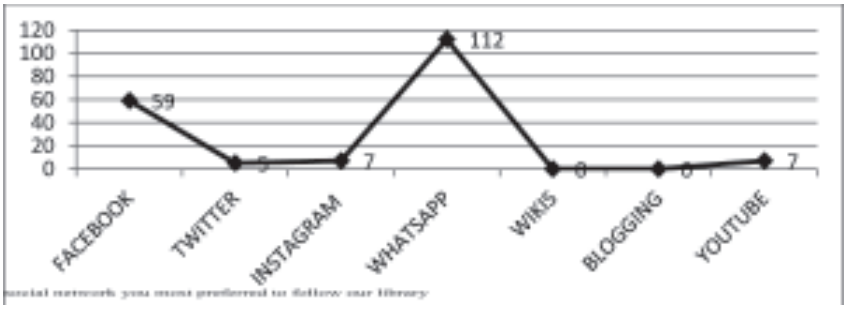

বর্তমানে প্রিন্ট ও ব্রডকাস্ট মিডিয়ার গণজাগরণের কালে যোগাযোগ মাধ্যমের গণমুখিতা এবং গ্রহণযোগ্যতা যেভাবে বাড়ছে, তাকে স্বাগত জানানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। মানুষের বহুবিধ বিচিত্র চিন্তার পাটাতন এখন ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ। যেখানে অবলীলায় সুখ-দুঃখ, অর্জন বা গৌরবের কথা একে অপরের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে পারছেন। হোয়াটসঅ্যাপ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় লাইব্রেরি সম্পর্কে ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং এর জন্যে। কারণ এটি খুব দ্রুত তথ্য আদান -প্রদান করছে। যদিও এটি একটি ম্যাসাজিং হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বেশিরভাগ স্টুডেন্টস এটিকে যোগাযোগ মাধ্যম রূপেই ব্যবহার করে। লাইব্রেরি অনুসরণ করতে ৫৮.৯৫% স্টুডেন্টস হোয়াটসঅ্যাপ কেই প্রথম পছন্দ করে, কেবলমাত্র ৩১.০৫% জন স্টুডেন্টস লাইব্রেরির ফেইসবুক পেজ ফলো করে এবং ইনস্টাগ্রাম (৩.৬৮%) ও টুইটার (২.৬৪%) কেও তারা তথ্য আদান প্রদানের জন্যে দেখে থাকে।

৬.২. গ্রন্থাগার পাঠকদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করার কারণ সমূহ :

টেবিল ২: গ্রন্থাগার পাঠকদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করার কারণ

গ্রন্থাগার সম্পর্কে জানতে	২৫ (১৩.১৫%)
গ্রন্থাগার অ্যাপ সম্পর্কে জানতে	৪৯ (২৫.৭৯%)
সার্কুলেশন ইতিহাস জানতে	৪১ (২১.৫৭%)
চাকরি ও সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কে জানতে	৭৪ (৩৮.৯৭%)
অন্যান্য	১ (০.৫২%)
Total (মোট):	**১৯০ (১০০%)**

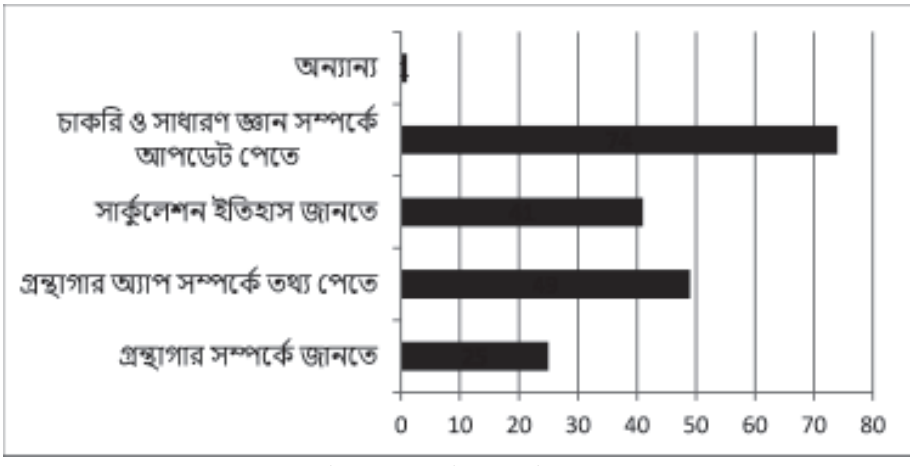

আজকের ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেট, ই-বুক, ই-ম্যাগাজিন, যোগাযোগ মাধ্যমের রমরমার যুগে প্রায় সব কিছুই হাতের মুঠোয়। গ্রন্থাগার সম্পর্কে আপডেট পেতে (১৩.১৫%) বা যেকোনো গ্রন্থ

বিষয়ক আলোচনায় যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। একটি স্টুডেন্টস তাই সার্কুলেশন হিস্ট্রি (২১.৫৭%), বুক ডিটেলস বা তার একাউন্ট সম্পর্কিত সমস্ত জরুরি তথ্য আমাদের KRC CENTRAL LIBRARY app থেকে দেখতে ও ডাউনলোড করতে পারবে। এছাড়াও চাকরি ও যেকোনো জেনারেল নলেজ বিষয়ক তথ্য(৩৮.৯৭%) জানতে হলে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকেও সে সাহায্য পেয়ে থাকে। গ্রন্থাগার এখন ২৪/৭ ঘন্টা সেবা দিতে পারছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের হাত ধরে। তাই যোগাযোগ মাধ্যমের খারাপ দিককে না দেখে কিভাবে একে আরো ছাত্র সম্পর্কিত করা যায় সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টিপাত করা উচিত।

৬.৩. গ্রন্থগার পাঠকদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা

টেবিল ৩: সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা

জ্ঞানের অভাব	২৪ (১২.৬৪%)
প্রশিক্ষণের অভাব	৪০ (২১.০৫%)
সময়ের সীমাবদ্ধতা	৪৩ (২২.৬৪%)
এলাকায় ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন	২৯ (১৫.২৬%)
প্রেরণা দায়ী লাইব্রেরি কর্মীর অভাব	২ (১.০৫%)
নেট সংযোগে ধীর গতি	৫১ (২৬.৮৪%)
গোপনীয়তার অভাব	১ (০.৫২%)
Total (মোট):	**১৯০ (১০০%)**

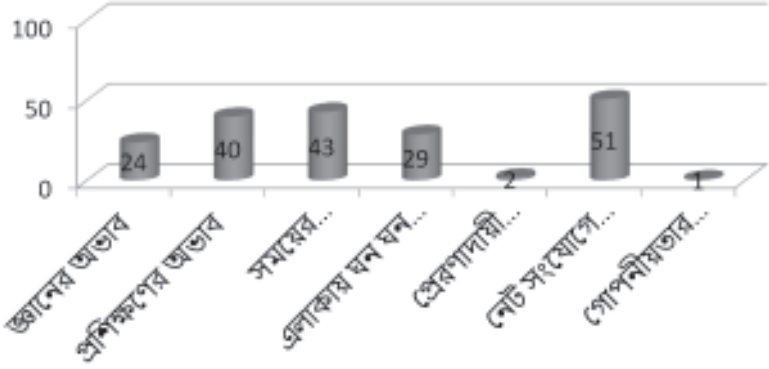

গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য অর্থ অন্যতম সবচেয়ে বড় সমস্যা যা আমরা সম্মুখীন করছি বারবার। উপযুক্ত সোশ্যাল মিডিয়া টুল শনাক্ত করা ও বিশেষ পরিষেবা দেওয়াও একটি কঠিন কাজ। সুতরাং, গ্রন্থগার

কর্মীদের সঠিক প্রশিক্ষণ (২১.০৫%) এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সময়ের সীমাবদ্ধতা (২২.৬৪%) ও এলাকায় ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন (১৫.২৬%) এবং নেট সংযোগে ধীর গতি (২৬.৮৪%) প্রভৃতি সমস্যা থাকলেও প্রচুর স্টুডেন্টস আমাদের লাইব্রেরি অ্যাপ ব্যবহার করে এবং আমাদের হোয়াটস্যাপ গ্রুপে যেসকল তথ্য দেওয়া হয়, তার যথেচ্ছ ব্যবহার তারা করে থাকে।

৭। সুপারিশসমূহ (Recommendations) : গ্রন্থাগার এবং সামাজিক মাধ্যম দুটির মধ্যে একটি ভাল সমন্বয় তৈরি করার জন্য কিছু সুপারিশ করা হলো:

- **লেখক এবং পাঠক সম্পর্ক:** গ্রন্থাগার পাঠকদের জন্য বই নির্বাচন করতে সাহায্য করতে পারে এবং সোশ্যাল মিডিয়া এই বইগুলি প্রচার করতে পারে।
- **শিক্ষা এবং শেয়ারিং:** গ্রন্থাগার শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এবং সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যমে শেয়ার করা জ্ঞান, পরামর্শ, এবং বিশেষজ্ঞতা প্রস্তুত করতে পারে।
- **কোম্যুনিটি সাপোর্ট:** গ্রন্থাগার স্থানীয় কোম্যুনিটি সমর্থন করতে পারে এবং সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলি সামাজিক সমর্থন কার্যক্রম, চ্যারিটি ক্যাম্পেইন এবং পরিচিতি বিকশনে সমর্থন করতে পারে।
- **শিক্ষাগত সহায়তা এবং পাঠক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রসার:** সামাজিক মাধ্যম শিক্ষা, তথ্য, এবং পাঠক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রসার করতে পারে, এটি আরও পাঠক-পাঠিকাকে আকর্ষণীয় করতে পারে।
- **পাঠক প্রবন্ধ এবং লেখক প্রচার:** গ্রন্থাগারের পাঠক প্রবন্ধ এবং লেখকের লেখা প্রবন্ধ সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত করা যেতে পারে, যা পাঠকদের জন্য একটি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞান প্রদান করতে পারে।
- **পঠন প্রবন্ধ বা বই এর লেনদেন:** সামাজিক মাধ্যমে গ্রন্থাগারে মতামত এবং প্রবন্ধ পঠনের জন্য উপযুক্ত বই বা নতুন প্রকাশনা লেনদেনে সাহায্য করতে পারে। যদি কলেজে একটি ট্যাব জোন করা যায় এবং একটি ই-রিসোর্স সেন্টার তৈরী হয় তাহলে আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়া যাবে।

এই সুপারিশসমূহ গ্রন্থাগার ও সামাজিক মাধ্যমকে একসাথে আরও জনপ্রিয় করতে পারে এবং এর মাধ্যমে জ্ঞান এবং সমৃদ্ধি প্রসারিত করতে পারে।

৮। উপসংহার (Conclusion) : গ্রন্থাগার হলো সমস্ত প্রকার তথ্য সামগ্রীর সংগ্রহশালা (Chakraborty, 1993), যেখানে সকল পাঠকের প্রবেশাধিকার থাকে এবং পাঠক যেখানে পাঠ, গবেষণা কিংবা তথ্যানুসন্ধান করতে পারেন। কিন্তু বর্তমান যুগে ব্যস্ততা, অসুস্থতা বা বয়স জনিত কারণে বহু পাঠক গ্রন্থাগারে আসতে অক্ষম, সেক্ষেত্রে যোগাযোগ মাধ্যম গ্রন্থাগারকে পাঠকের সামনে আনতে সফল হয়েছে। বর্তমান সমস্ত ধরণের গল্পের বই, কবিতার বই সহজেই লিংক এর মাধ্যমে ব্যাবহারকারীর পছন্দ অনুযায়ী তার স্মার্ট ফোন-এ দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যায়। তাই বর্তমান আধুনিক যুগে যোগাযোগ মাধ্যমকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাথে সংযুক্তিকরণ একান্ত দরকার। তাহলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক ড: এস আর রঙ্গনাথন-এর পঞ্চ সূত্রর

সার্থক প্রয়োগ সম্ভবপর হবে। উন্নত গ্রন্থাগার এবং পাঠাভ্যাস সংস্কৃতি গড়ে তোলাই আমাদের এই গ্রন্থাগারের মূল লক্ষ্য, যা অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই সফল হবে, এই আশা রাখি।

তথ্যসূত্র (References) :

১. Brophy, P. (2006). The library in the 21st Century. Chandos Publishing.

২. Chakraborty, B. (1993). Library and information socity. World Press, Kolkata.

৩. Das, Rahul. (2022). Social Media. Retrieved from https://banglatech. info/what-is- social-media-in-bengali.

৪. Palfrey, J. (2015). Biblio Tech : Why Libraries Matter More Than Ever in the Age of Google. Basic Books.

৫. Safko, L., & Brake, D. K (2012). The social media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success. John Wiley & Sons.

৬. Schmidt, E., & Cohen, J. (2013). The New Digital Age Reshaping the Future of People, Nations, and Business. Knopf.

৭. Solomon, L. (2012). The Librarian's Nitty Gritty Guide to social media. ALA Editions.